আল-ফিরদাউস সাপ্তাহিকী

সংখ্যা: ২৬ | জুন ৪র্থ সপ্তাহ, ২০২০ঈসায়ী

সূচী

পশ্চিম তীর দখলের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের লাগাতার বিক্ষোভ,
আরো এক যুবককে হত্যা করলো ইসরায়েলি সন্ত্রাসী সৈন্যরা ০১

মুসলিমদের উপর চীনা আগ্রাসন অব্যাহত,
কথিত মুসলিম-সংস্কারে ৫ বছরের প্রকল্প..... ০১

চরম বিপর্যয়ের মুখে ইয়ামানের মুসলিমরা,
মহামারী-দুর্ভিক্ষের মুখে ১৪ মিলিয়ন মানুষ..... ০২

ভারতে চলমান লকডাউনে টার্গেট মুসলিমরা, ঘর থেকে বেরুলেই
গ্রেফতার-হয়রানি। আদালতে পুলিশের বিরুদ্ধে মামলার শুনানি..... ০৩

পাকিস্তানে কুফফারদের উপর মুজাহিদিনেরর স্নাইপার হামলা,
হতাহত ২৮ মুরতাদ সেনা..... ০৩

শামে নুসাইরি শিয়া ও রাশান বাহিনীর উপর মুজাহিদিনের
তীব্র হামলা, হতাহত বহু কুফফার..... ০৪

খোরাসানে জেলা হেডকোয়ার্টারসহ সামরিক ঘাটি বিজয় ইসলামি ইমারতের,
নতুনকরে মুক্তি পেলেন ২৯৮ বন্দী মুজাহিদ..... ০৫

আফ্রিকায় মুজাহিদিনের তীব্র হামলায় অসংখ্য শত্রুসেনা নিহত।
মুরতাদদের রাষ্ট্রীয় শোক পালন ০৬

শামের চলমান ফিতনার জন্য দায়ী কে,
আল-কায়েদা নাকি তাহরিরুশ শাম? ০৭

ফিলিস্তিন

পশ্চিম তীর দখলের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের লাগাতার বিক্ষোভ, আরো এক যুবককে হত্যা করলো ইসরায়েলি সন্ত্রাসী সৈন্যরা

মুসলিমদের প্রথম কেবলা পূর্ব বায়তুল মুকাদ্দাস অঞ্চলের আবুদিস গ্রামে এক ফিলিস্তিনি যুবককে হত্যা করেছে সন্ত্রাসী ইসরায়েলি সৈন্যরা। একই গ্রামে সন্ত্রাসী ইসরাইলি সেনাদের হামলায় দুই ফিলিস্তিনি আহত হওয়ার একদিন পর এ ঘটনা ঘটলো। ওই যুবক গাড়ি চাপা দিয়ে ইহুদিবাদীদের হত্যার পরিকল্পনা করছিল বলে দাবি ঘাতক সন্ত্রাসী সেনাদের। আহমাদ মুস্তাফা নামে ২৮ বছর বয়সের ওই যুবককে হত্যার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

স্থানীয় নাগরিকদের মতে, ফিলিস্তিনিদের এভাবে নির্বিচারে হত্যার কারণে ইহুদি সৈন্যদেরকে কখনো বিচারের সম্মুখীন হতে হয় না। এমনকি ন্যূনতম জবাবদিহিতা পর্যন্ত নেই।

এদিকে পশ্চিম তীরের ৩০ শতাংশ ভূখণ্ড ইসরাইলের অংশ হিসেবে ঘোষণার ঘৃণ্য পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের বিক্ষোভ-প্রতিবাদ অব্যাহত রয়েছে। বিপরীতে বিক্ষোভকারীদের উপর গ্রেফতার-নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে দখলদার ইসরায়েল।

চীন

মুসলিমদের উপর চীনা আগ্রাসন অব্যাহত, কথিত মুসলিম-সংস্কারে ৫ বছরের প্রকল্প

সাম্প্রতিক সময়ে মুসলিম ইস্যুতে চীনের আস্ফালন রীতিমতো এমেরিকা-ইসরায়েলকেও হার মানিয়েছে। নয়া বিশ্বব্যবস্থায় একদিকে তুরস্ক ও পাকিস্তানের সাথে কথিত সুসম্পর্ক স্থাপন করে মুসলিমদের সিম্প্যাথি-সমর্থন অর্জন, অপরদিকে স্বদেশী মুসলিমদের উপর আগ্রাসন। এমতাবস্থায় অনেক গণতন্ত্রপন্থী কথিত মুসলিম উইঘুর-জিনজিয়াং ইস্যুতে খোদ মুসলিমদের দিকে আঙুল তুলতেও দ্বিধা করছে না। এমনকি উইঘুর-জিনজিয়াং সংকটে চীনের হার্ডলাইনকে মৌন সমর্থন জানাচ্ছে।

নয়া বিশ্বব্যবস্থায় সুবিধা পাওয়ার অর্জনে চীন হাঁটছে ভিন্ন স্ট্র্যাটেজিতে। বিশ্বের কাছে নিজেদের ইমেজ ধরে রাখতে এমেরিকা-ইসরায়েলের মতো মারণাস্ত্র ব্যবহার করে মাস-কিলিংয়ে বিশ্বাসী নয় চীনা নীতি; বরং 'কালচারাল

জেনোসাইডের মাধ্যমে মুসলিমদেরকে চীনা ভাবাদর্শে গড়ে তোলা, মুসলিম মানস থেকে ইসলামি চিন্তাচেতনা মুছে দেওয়া এবং মুসলিমদেরকে চীনের অনুগত জেনারেশন হিশেবে গড়ে তুলতে পরিকল্পিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে দেশটি। এরইমধ্যে মুসলিমদেরকে সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে অবশ করে তুলতে প্রশাসনকে ৫ বছরের সময়সীমা বেধে দিয়েছে চীন সরকার।

এরই ধারাবাহিকতায় এবার হুই মুসলিমদেরকে সলাতের শুরুতে চাইনিজ পতাকা উত্তলন ও চাইনিজ জাতীয় সংগীত গাইতে বাধ্য করা হচ্ছে।

এছাড়াও ডাউই নামে এক মুসলিম নারী জানিয়েছেন, কথিত ডিটেনশন ক্যাম্পে মুসলিম নারীদেরকে পানিতে নিজ-নিজ প্রস্রাব মিশিয়ে অযু করতে বাধ্য করা হচ্ছে। বার্তাসংস্থা ডকুমেন্টিং অপরেশনস এগেইন্সট মুসলিমের এক অনলাইন সাক্ষাৎকারে এসব জানান ওই নারী।

ইয়ামান

চরম বিপর্যয়ের মুখে ইয়ামানের মুসলিমরা, মহামারী-দুর্ভিক্ষের মুখে ১৪ মিলিয়ন মানুষ

প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইয়ামানে চলমান যুদ্ধে সৌদি জোটের হামলায় গেলো ৪ বছরে প্রায় ১৮ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছে।

বার্তা সংস্থাটি আরও জানিয়েছে, যুদ্ধবিধ্বস্ত ইয়ামানে প্রতি ১০ মিনিটে একজন করে শিশু মারা যাচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রায় ৮৫ হাজার শিশু অনাহারে ও পুষ্টিহীনতায় মারা গেছে।

২০২০ সালের মার্চের এক জরিপ মতে, বর্তমানে প্রায় ২ মিলিয়ন শিশু মারাত্মক অপুষ্টি ও চিকিৎসার অভাবে ভুগছে বলে সংবাদ দিয়েছে সংস্থাটি।

সাম্প্রতিক সময়ে কলেরা এবং করোনা ভাইরাসের হুমকির মুখে আরো ১৪ মিলিয়ন মানুষ। যুদ্ধের পাশাপাশি অনাহার ও দুর্ভিক্ষে চরম বিপর্যয়ের মুখে ইয়ামানবাসী।

২০১৭ সালে দেশটিতে কলেরা মহামারীতে আক্রান্ত হয়েছিল ৮ লাখ মানুষ; মহামারীর সেই ধকল কাটিয়ে উঠতে না উঠতে করোনার প্রাদুর্ভাব এবং সৌদিজোটের হামলায় জনজীবন বিপর্যস্ত ইয়ামানবাসীর।

ভারত

ভারতে চলমান লকডাউনে টার্গেট মুসলিমরা, ঘর থেকে বেরুলেই গ্রেফতার-হয়রানি। আদালতে পুলিশের বিরুদ্ধে মামলার শুনানি

ভারতে চলমান লকডাউনে টার্গেট মুসলিমরা। ঘর থেকে বেরুলেই গ্রেফতার-হয়রানি। অথচ হিন্দুদের ক্ষেত্রে বেশ শিথিলতা। লক-ডাউন ভঙ্গে গ্রেফতারির তালিকায় অধিকাংশই মুসলিমদের নাম। লকডাউনে পুলিশি রেড নিয়ে একটি জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে তেলেঙ্গানা হাইকোর্টের দুই বিচারপতির বেঞ্চ পুলিশকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন। গত বুধবার এই শুনানি অনুষ্ঠিত হয়।

গাণিতিক হারে কেন মুসলিমদেরকেই গ্রেফতার করা হচ্ছে, হিন্দুদের ক্ষেত্রে কেন এতো শৈথিল্য, এসব বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে আদালত। এদিন শুনানিতে এমেরিকায় চলামান বর্ণবাদী প্রতিহিংসার উদাহরণও টেনেছেন বিচারক বেঞ্চ। লকডাউন চলাকালীন মুসলিমদের উপর পুলিশি হয়রানি ও গ্রেপ্তারের অভিযোগে সমাজকর্মী শীলা ম্যাথিউজ হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা করেন।

আদালতে জুনায়েদ নামে এক মুসলিম যুবকের উপর পুলিশি অত্যাচারের কারণে তাঁর শরীরে ৩৫ টি সেলাইয়ের কথা উল্লেখ করে তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন তিনি। এছাড়াও মুসলিমদের উপর চলমান নৃশংসতার নানাবিধ মাত্রা তুলে ধরে প্রসিকিউটরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি। এর ভিত্তিতেই আদালত পুলিশকে মুসলিম নির্যাতনের বিষয়ে কঠোরভাবে জেরা করে। তবে আত্মপক্ষ সমর্থনে পুলিশ কোনো যৌক্তিক বক্তব্য তুলে ধরতে পারেনি আদালতে।

পাকিস্তান

পাকিস্তানে কুফফারদের উপর মুজাহিদিনেরর স্নাইপার হামলা, হতাহত ২৮ মুরতাদ সেনা

পাকিস্তান ভিত্তিক জিহাদী তানযিম তেহরিকে তালেবান পাকিস্তান ও এর অঙ্গসংগঠন হিজবুল আহরারের মুজাহিদিন গেলো সপ্তাহে পাকিস্তান জুড়ে প্রায় ৭টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

এরমধ্যে তেহরিকে তালেবান পরিচালনা করেছে ৪টি অভিযান, যার ৩টিই স্নাইপার হামলা। অপরদিকে হিজবুল আহরার পরিচালনা করেছে বাকি ৩টি অভিযান, যার একটি স্নাইপার হামলা। ওয়াজিরিস্তান, বাজার এজেন্সি ও করাচীতে এসব হামলা পরিচালিত হয়েছে।

মুজাহিদদের এসব হামলায় মুরতাদ পাকিস্তানি বাহিনীর এক কর্নেল, ২ কমান্ডার ও এক গোয়েন্দা সদস্যসহ কমপক্ষে ১৬ সৈন্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরো ১২ এর অধিক মুরতাদ সেনা ও পুলিশ সদস্য।

শাম

غرفة عمليات فاثبتوا

শামে নুসাইরি শিয়া ও রাশান বাহিনীর উপর মুজাহিদিনের তীব্র হামলা, হতাহত বহু কুফফার

আল-কায়েদা সিরিয়ান ভিত্তিক শাখা তানযিম হুররাস আদ-দীনের নবগঠিত ফাসবুতু অপারেশন রুমের মুজাহিদিন বিভিন্ন ধরনের ভারী সমরাস্ত্র দিয়ে দখলদার রাশিয়া ও নুসাইরী শিয়া বাহিনীর অবস্থান লক্ষ্য করে তীব্র হামলা চালাতে শুরু করেছেন। এরই ধারাবাকিতায় ফাসবুতু অপারেশন রুম হতে জানানো হয়েছে, মুজাহিদগণ আলেপ্পোর পশ্চিমের আল-ফুজ-46 এলাকাতে মুরতাদ নুসাইরী মিলিশিয়াকে টার্গেট করে p9 মিসাইল হামলা চালিয়েছেন। গত ২৩ জুন এই হামলা চালানো হয়।

একইভাবে পশ্চিম আলেপ্পোর পল্লী এলাকায় নুসাইরিয় শিয়া মিলিশিয়ার একটি সমাবেশস্থল লক্ষ্য করে অপর একটি p9 মিসাইল হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদিন। এছাড়াও কাফরনাবল শহরে অবস্থিত নাইমার চেকপোস্টে নুসাইরি মিলিশিয়াকে টার্গেট করে একটি মর্টার (120+) হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদিন। এতে মুরতাদ বাহিনীর চেকপোস্টটি ধ্বংস হয়েছে। নিহত হয়েছে শত্রুপক্ষের অসংখ্য সৈন্য।

অপরদিকে জাবাল আজ-জাওয়িয়াহ অঞ্চলে নুসায়রি মিলিশিয়ার অবস্থানে একটি করে RGC ক্ষেপণাস্ত্র ও P9 মর্টার হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদিন।

একই দিনে হামা সিটির সাহলুল-ঘাব অঞ্চলেও কুখ্যাত নুসাইরি বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন ফাসবুতু অপারেশন রুমের মুজাহিদিন। আলহামদুলিল্লাহ, মুজাহিদিনের এসব হামলায় কয়েক ডজন দখলদার ও নুসাইরি মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরো অনেক। সাহলুল-ঘাব অঞ্চলে পরিচালিত ওই হামলায় মুরতাদ বাহিনীর ১টি ট্রাক ও ১টি বুলডোজারসহ বেশকিছু যুদ্ধাস্ত্র ধ্বংস হয়েছে।

এর আগে গত ১৯শে জুন সিরিয়ার উত্তর-পশ্চিম আলেপ্পো সিটির কাফার তায়াল এলাকায় নুসাইরী মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল স্নাইপার হামলা পরিচালনা করেছেন ফাসবুতু অপারেশন রুমের মুজাহিদিন। এতে কমপক্ষে ২ নুসাইরি মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে।

ওইদিন একই শহরের আল-ফাউজ এলাকায় নুসাইরি শিয়া বাহিনীর অবস্থান লক্ষ্য করে অপর একটি সফল ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদিন। এতে মুরতাদ বাহিনীর অসংখ্য সৈন্য হতাহত হয়েছে।

এদিকে সিরিয়ার দি'আ প্রদেশের পূর্বাঞ্চলীয় কাহিল শহরে কুখ্যাত নুসাইরি বাহিনীর পঞ্চম বিগ্রেডের একটি সামরিক বাসে শক্তিশালী বোমা হামলার ঘটনা ঘটেছে। গত ২০শে জুন ওই বোমা হামলায় নুসাইরি বাহিনীর সামরিক বাসটি ধ্বংস হয়েছে। এসময় সামরিক বাসটিতে থাকা ৩১ সৈন্য নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে ৯ সেনা।

এই হামলার ব্যাপারে এখনো কোনো দল দায় স্বীকার করেনি। তবে নুসাইরি বাহিনী এই হামলার জন্য শহিদ শাইখ জুলাইবিব রহ. গেরিলা বাহিনীকে দায়ি করছে। তবে কোনো কোনো সংবাদমাধ্যমের দাবি, অত্র অঞ্চলে আসাদ বিরোধী আন্দোলনকারীরা এই হামলায় সম্পৃক্ত। এর আগেও আন্দোলনকারীরা আসাদ বাহিনীর বেশ কিছু গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করেছে। তবে বিশ্লেষকদের মত, কোনো মুজাহিদ গ্রুপ এই শক্তিশালী হামলাটি চালিয়েছেন।

খোরাসান

খোরাসানে জেলা হেডকোয়ার্টারসহ সামরিক ঘাটি বিজয় ইসলামি ইমারতের, নতুনকরে মুক্তি পেলেন ২৯৮ বন্দী মুজাহিদ

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালেবান মুজাহিদিন চলমান ধারা অব্যাহত রেখে গেলো সপ্তাহেও মুরতাদ বাহিনীর উপর কয়েক শতাধিক অভিযান পরিচালনা করেছেন।

কৌশলগত কারণে বরাবরের মতোই এসব হামলার তথ্য প্রকাশ থেকে বিরত থেকেছে ইমারতে ইসলামি।

আফগান গণমাধ্যম এবং তালিবান ভিত্তিক মিডিয়ার আনঅফিশল সংবাদের বরাতে জানা যায়, এসব অভিযানের মাত্র ২৫টিতেই মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের অন্তত ১১০ সৈন্য নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরো ৮৯ শত্রুসেনা। এই ২৫ অভিযানেই মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের একটি জেলা হেডকোয়ার্টার, ২টি সামরিক ঘাঁটি ও ৯টি চেকপোষ্টসহ বিস্তীর্ণ এলাকা বিজয় করেছেন মুজাহিদিন। এসময় মুরতাদ বাহিনীর ২৬৯ সেনা ও পুলিশ সদস্য মুজাহিদিনের হাতে আত্মসমর্পণ করেছেন।

অপরদিকে মার্কিন-তালেবান চুক্তি অনুযায়ী গেলো সপ্তাহে নতুনকরে ২৯৮ বন্দী মুজাহিদ মুক্তি লাভ করেছেন।

আফ্রিকা

আফ্রিকায় মুজাহিদিনের তীব্র হামলায় অসংখ্য শত্রুসেনা নিহত। মুরতাদদের রাষ্ট্রীয় শোক পালন

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন গেলো সপ্তাহে সোমালিয়া জুড়ে দখলদার ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে ২টি ইস্তেশহাদী হামলাসহ প্রায় ২২টি সফল আভিযান পরিচালনা করেছেন। মুজাহিদিনের এসব হামলার মাত্র ১১টিতেই নিহত হয়েছে ২ গোয়েন্দা সদস্য ও ৩ কমান্ডারসহ অন্তত ২৯ মুরতাদ সৈন্য। আহত হয়েছে শত্রুপক্ষের আরো ৪৪ সেনা। এসব হামলায় শত্রুবাহিনীর ৭টি সামরিকযান ও ১টি মোটরবাইক ধ্বংস হয়েছে। এসকল অভিযানের মধ্যে তুর্কি মুরতাদ সৈন্যদের সামরিক ঘাঁটিতে পরিচালিত একটি ইস্তেশহাদি হামলায় অন্তত ৭ কমান্ডার নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরো ১৪ কামান্ডার। হতাহতের পরিসংখ্যান আরো বেশি বলে ধারণা করছে স্থানীয় বিভিন্ন গণমাধ্যম।

এমনিভাবে সোমালিয়ার মাদাক রাজ্যে ক্রুসেডার আমেরিকার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর বানক্রুফট নামক বিশেষ ইউনিট টার্গেট করে অপর এক ইস্তেশহাদি হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদিন। সোমালিয় সরকারের দাবি, হামলায় তাদের ২ সৈন্য নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরো ৪ সৈন্য। তবে প্রকৃত পরিসংখ্যান তাদের দাবির চেয়েও অনেক বেশি। ওইদিন একই বাহিনীর উপর দেশটির শাবেলি সোফলা রাজ্যে আরো একটি সফল হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদিন। এতে বানক্রুফট ইউনিটের বেশ কয়েকজন সৈন্য হতাহত হয়েছে। এসময় ক্রুসেডার বাহিনীর ২টি সামরিকযান ধ্বংস হয়েছে।

এদিকে সোমালিয়ায় অবস্থিত ক্রুসেডার ইথিওপিয়া, উগান্ডা ও কেনিয়ার ঘাঁটিতে ৯টি অভিযান পরিচালনা করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। গত সপ্তাহজুড়ে এসব অভিযান পরিচালনা করা হয়। মুজাহিদদের এসব হামলায় ক্রুসেডার বাহিনীর কয়েকডজন সৈন্য নিহত হয়েছে। এছাড়াও ধ্বংস হয়েছে শত্রুদের ৫টি সামরিকযান।

অপরদিকে গত সপ্তাহে সোমালিয়ার পার্শ্ববর্তী কেনিয়াতেও দেশটির ক্রুসেডার বাহিনীর বিরুদ্ধে ৩টি অভিযান চালিয়েছেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন। এতে কয়েকডজন ক্রুসেডার সৈন্য হতাহত হয়েছে।

এদিকে গত সপ্তাহে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন তাদের নিয়ন্ত্রিত ইসলামি ইমারতের আদালতে ৩টি বিচারকার্য সম্পন্ন করেছেন। এর মধ্যে জালাজদুদ প্রদেশের ইসলামি আদালতে সকল স্বাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে এক ব্যক্তির ব্যাপারে মুসলিমদের বিরুদ্ধে তথ্যপাচারের অভিযোগ প্রমাণিত হলে তার উপর মুরতাদের শাস্তি হত্যার বিধান কার্যকর করার নির্দেশ জারি করা হয়েছে। পরে উন্মুক্ত ময়দানে জনসম্মুখে তাকে হত্যা করা হয়।

এর আগে হাইরান প্রদেশের একটি ইসলামি আদালত এক ব্যক্তির উপর কিসাসের দণ্ড কার্যকর করার নির্দেশ জারি করেছে। অপরাধী অন্যায়ভাবে এক মুসলিমকে হত্যা করেছিলো। উন্মুক্ত ময়দানে মুজাহিদিনরা তার উপর হত্যাদণ্ড কার্যকর করেছেন।

এমনিভাবে মুজাহিদিনের অন্য একটি আদালত দুই ধর্ষকের শাস্তির নির্দেশ জারি করেছে।

বিস্তারিত সংবাদ হতে জানা যায়, একজন অবিবাহিত নারীকে দুই ব্যক্তি ধর্ষণ করে পালিয়ে গেলে ইসলামি আদালতের কাছে বিচার দায়ের করে ওই নারীর পরিবার। বিচার দায়েরের পর ধর্ষকদের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে ইসলামি আদালত। মুজাহিদিনরা এর দু'দিনের মাথায় অপরাধীদের গ্রেপ্তার করে আদালতে হাজির করেন। অপরাধ প্রমাণিত হলে ইসলামী আদালত প্রত্যেককে ১০০টি করে বেত্রাঘাতের নির্দেশ জারি করে। পরে মুজাহিদগণ জালহারি শহরের একটি উন্মুক্ত ময়দানে জনসম্মুখে অপরাধীদের ১০০টি করে বেত্রাঘাত করেন।

এছাড়াও ইসলামি আদালত ধর্ষকদের ওই নারীকে মহরে মিসাল পরিমাণ অর্থ প্রদানে হুকুম দিয়েছে। পাশাপাশি তাদেরকে ১ বছরের জন্য অন্য রাজ্যে নির্বাসন দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে পশ্চিম আফ্রিকায় আল-কায়েদা মুজাহিদিনের হামলায় ১৬৫ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে। হতাহত হয়েছে অসংখ্য শত্রুসেনা।

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের মুজাহিদিন মালিতে দেশটির

মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। ১৬ই জুন সাইফু প্রদেশে পরিচালিত এই হামলায় অন্তত ৩৩ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে বিপুলসংখ্যক শত্রুসেনা। এই অভিযানে মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনী থেকে অগণিত ভারি ও হালকা যুদ্ধাস্ত্র গনিমত লাভ করেছেন। হামলায় মুরতাদ বাহিনীর কয়েকটি সামরিকযানসহ অসংখ্য যুদ্ধাস্ত্র এবং গোলাবারুদ ধ্বংস হয়েছে। এছাড়াও মালি ও বুর্কিনা ফাসোতে মুজাহিদদের অপর দুটি পৃথক হামলায় কমপক্ষে ১২০ শত্রুসেনা হতাহত জয়েছে। এসব অভিযানে নিহতদের জন্য ৩ দিনের শোক পালন করেছে মুরতাদ মালি সরকার।

এমনিভাবে মালি ও বুর্কিনা-ফাসোর পার্শ্ববর্তী দেশ আইভরিকোস্টের উত্তরের সীমান্ত চৌকিতে একটি সফল হামলা চালিয়েছেন জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের মুজাহিদিন। দেশটির আর্মির চিফ অফ স্টাফের এক কর্মকর্তা রয়টার্সকে জানিয়েছে, ওইদিন ভোরের দিকে বুর্কিনা-ফাসো সীমান্তের কাছে এই হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে আইভরিকোস্টের কমপক্ষে ১২ সৈন্য নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে অন্তত ৭ মুরতাদ সৈন্য। নিখোঁজ রয়েছে আরো ২ সেনা সদস্য। এই হামলা সম্পর্কে দেশটির সামরিক বাহিনীর প্রাক্তন এক কর্মকর্তা জানিয়েছে, তার দৃঢ় বিশ্বাস আক্রমণকারীরা বুর্কিনা ফাসো হয়ে এখানে এসেছে।

সম্প্রতি আফ্রিকা অঞ্চলে আল-কায়েদার ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি ঠেকাতে বেশ কয়েকটি দেশের সমন্বয়ে একটি বিশেষ ইউনিট গঠন করেছে ক্রুসেডার ফ্রান্স। আইভরিকোস্টও এই জোটের অংশ হয়ে ইতোমধ্যে মুজাহিদিনের বিরুদ্ধে কয়েকটি যৌথ অভিযান চালিয়েছে। এর পরপরই দেশটির সামরিক বাহিনীর সীমান্ত চৌকিতে এই হামলার ঘটনা ঘটল।

২০১৬ সালের পর আইভরিকোস্টে এটিই মুজাহিদিনের প্রথম অভিযান। ২০১৬ সালে গ্রান বাসাম শহরে মুজাহিদদের ওই হামলায় দেশটির ১৯ সেনা সদস্য নিহত হয়েছিলো। এই হামলার মধ্য দিয়ে মুজাহিদিনের ওয়ার-ফিল্ডে নতুনকরে আরো একটি আফ্রিকান দেশ তালিকাভুক্ত হলো। সুগম হলো আইভরিকোস্টে ইসলামি ভূখণ্ড প্রতিষ্ঠার পথ।

বিশেষ প্রতিবেদন:

শামের চলমান ফিতনার জন্য দায়ী কে, আল-কায়েদা নাকি তাহরিরুশ শাম?

সিরিয়ায় সাম্প্রতিক সময়ে আল-কায়েদা সমর্থিত মুজাহিদদের উপর হামলা বৃদ্ধি করেছে দেশটির সর্ববৃহৎ বিদ্রোহী গ্রুপ তাহরিরুশ শাম(এইচটিএস)। এসময় তারা আল-কায়েদার বেশ কয়েকজন উমারা ও মুজাহিদকে বন্দিও করেছে। শাম তথা সিরিয়া ইস্যুতে দখলদার রাশিয়া ও তুর্কিদের মাঝে বেশ কিছু বিষয় নিয়ে চুক্তি হয়েছে কয়েক দফায়। এসব চুক্তির তিক্ততা আজ পুরো শামের মুসলিমদেরকে ভোগ করতে হচ্ছে।

অপরদিকে ত্রিভুজের তৃতীয় মেরুতে থাকা তাহরিরুশ শামও তুর্কিদের সাথে কিছু গোপন চুক্তি করেছে। এসব চুক্তির আওতায় এইচটিএস যোদ্ধারা মুক্ত ইদলিব, আলেপ্পো ও লাতাকিয়ার প্রধান সড়কগুলো ক্রুসেডার রাশিয়া ও তুর্কি সামরিক বাহিনীর জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে। এসব সড়ক হয়ে ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর টহলদলগুলো নির্বিঘ্নে লাতাকিয়া হতে আলেপ্পো পর্যন্ত চলাচল করছে। এক রাশিয়ান অফিসার তো এটাও বলেছে 'এগুলো আমাদেরই নিয়ন্ত্রিত এলাকা'! হাজার হাজার মুজাহিদদের রক্তের বিনিময়ে স্বাধীন হওয়া এই মুক্ত এলাকাগুলোকে এখন ওরা নিজেদেরই এলাকা বলছে।

তুর্কির সাথে হওয়া এসব গোপন চুক্তির কারণে তাহরিরুশ শামের যোদ্ধারা অন্যকোনো জিহাদি ও বিদ্রোহী গ্রুপগুলোকে ক্রুসেডার রাশিয়া-ইরান ও মুরতাদ নুসাইরি বাহিনীর উপর হামলা করতে দিচ্ছেনা। বিভিন্ন বাহানায় মুজাহিদ গ্রুপগুলোকে অভিযান পরিচালনা করতে বাধা দিচ্ছে। যেহেতু বর্তমানে মুক্ত এলাকাগুলোর সিংহভাগ অংশই এইচটিএস ও তুর্কিপন্থীদের দখলে, তাই মুজাহিদিনরা অত্র অঞ্চলে শক্ত কোনো পদক্ষেপ নিতে পারছেন না।

এদিকে অধিকাংশ বিদ্রোহী গ্রুপ, বিশেষকরে তুর্কিপন্থী মডারেট গ্রুপগুলো তাহরিরুশ শামের এধরনের কর্মকাণ্ড মেনে নিলেও আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট জিহাদী গ্রুপগুলো তা মেনে নিতে পারেনি। আল-কায়েদা নিজেদের পলিসিতে অটল। ফলে তারা ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর অবস্থানে যথারীতি হামলা চালাতে থাকে।

স্বভাবতই আল-কায়েদার এই অনড় অবস্থান তাহরিরুশ শাম ও তুর্কিদের গোপন চুক্তির বিরুদ্ধে যায়। তাহরিরুশ শামের এসকল অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে মুক্ত এলাকায় অবস্থানরত সংবাদকর্মীরা কোনো প্রকাশ করতে পারছে না। আমরা দেখেছি ইতোপূর্বে দলটির এহেন কর্মকাণ্ড ও তুর্কিদের সাথে তাদের সম্পর্কের বিষয়ে কথা বলায় গ্রেফতার হতে হয়েছে সাংবাদিক বিলাল আব্দুল কারিম ও আহমদ রিহালকে। গ্রেফতার করা হয়েছিলো এক অস্ট্রেলিয়ান স্বেচ্ছাসেবী কর্মীকেও। এছাড়াও দলটির এসব অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা ও এইচটিএস ত্যাগ করে অন্য হকপন্থী দলে যোগ দেওয়ায় অনেক আলেমকে বন্দিত্ব বরণ করতে হয়েছে। এমনকি এই তালিকা থেকে বাদ পড়েননি খোদ তাহরিরুশ শামের সাবেক শরিয়াহ্ বোর্ডের প্রধান শাইখ সামি আল-উরাইদিসহ অনেক হকপন্থী আলেম ও মুজাহিদ উমারাগণ। আর এই তালিকা প্রতিনিয়ত দীর্ঘায়িত হচ্ছে।

ধীরে ধীরে মুজাহিদিনরা যখন তাহরিরুশ শাম ত্যাগ করে তানযিম হুররাস আদ-দীন ও ওয়া হাররিদিল মুমিমিন অপারেশন রুমে যোগ দিতে শুরু করলেন তখন সেটা তারা মেনে নিতে পারলো না। মুজাহিদিনের উপর তারা আরো বেশি আগ্রাসী হয়ে উঠলো। বিশ্বস্ত সংবাদ সূত্র হতে আমরা জানতে পেরেছি, মুজাহিদিন নিয়ন্ত্রিত ওয়া হাররিদিল মুমিমিন অপারেশন রুমে তুর্কিস্তান ইসলামিক পার্টি এবং আনসারুত তাওহিদও যোগ দিতে চেয়েছিলো। কিন্তু এইচটিএসের বাধার মুখে এটা সম্ভব হয়নি। তারা উভয় দলকে বিভিন্নভাবে চাপ দিলে আনসারুত তাওহিদ স্বতন্ত্রভাবে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

অপরদিকে তুর্কিস্তান ইসলামিক পার্টির জন্য এইচটিএসের চাপ মোকাবিলা করা অনেকটা অসম্ভবপ্রায় ছিলো। কেননা তাদের অধিকাংশ সদস্যই মুহাজির; যাদের পরিবার এইচটিএস নিয়ন্ত্রিত এলাকাতেই বসবাস করেন। নিজেদের কোনো আবাসস্থল ছিলো না তাদের। তাছাড়া আলেপ্পো সিটি মুজাহিদদের হাতছাড়া হলে তুর্কিস্তান ইসলামিক পার্টির নিয়ন্ত্রিত এলাকা শুধু লাতাকিয়াতেই সীমাবদ্ধ হয়ে যায়।

এরপর এইচটিএস লাতাকিয়ার সীমান্ত এলাকা হতে কৌশলে তুর্কিস্তান ইসলামিক পার্টিকে হটিয়ে ভিতরে নিয়ে আসে। যেহেতু তুর্কিস্তান ইসলামিক পার্টি তখনো এইচটিএসের অনুগত ছিলো, তাই এ ব্যাপারে তারা তখন কোনো বাদ-প্রতিবাদ করতে পারেননি। ফলে এইচটিএসের প্রাণকেন্দ্রে থেকে এর বিপক্ষে গিয়ে তানযিম হুররাস আদ দীনের অংশ হওয়াটা দলটির জন্য অসম্ভব হয়ে যায়। বাধ্য হয়েই তুর্কিস্তান ইসলামিক পার্টি এইচটিএসের অধীনে কাজ করতে থাকে। এভাবে অত্র অঞ্চলের বেশ কয়েকটি মুজাহিদ গ্রুপকে জিম্মি করে রাখে এইচটিএস।

এমতাবস্থায় এইচটিএস আল-কায়েদা সমর্থিত তানজিম হুররাস আদ দীনকে নিজেদের একমাত্র শত্রু হিসেবে গ্রহণ করে। আল-কায়েদা মুজাহিদিনকে দমন করতে এ পর্যন্ত তিন বার মুজাহিদিনের ট্যাঙ্ক ও ভারি অস্ত্রশস্ত্র জব্দ করেছে। এছাড়াও মুজাহিদ উমারা ও তাদের পরিবার-পরিজনকে বন্দী করেছে। এসকল জুলুমের পরেও আল-কায়েদা মুজাহিদগণ তাহরিরুশ শামকে নিজেদের ভাই মনে করে বিষয়গুলো এড়িয়ে যেতে থাকেন। তাদের দেওয়া সম্ভাব্য শর্তগুলোও মুজাহিদগণ মেনে নেন।

এদিকে গত কয়েকদিন আগে আরো পাঁচটি মুজাহিদ গ্রুপের সমন্বয়ে ফাসবুতু নামে একটি নতুন অপারেশন রুম গঠন করেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন। নতুন এই অপারেশ রুমের আমির নিযুক্ত করা হয় শাইখ আবু মালেক আশ-শামি হাফিজাহুল্লাহকে। যিনি প্রথমে হিমসে এইচটিএস এর সামরিক বাহিনীর প্রধান হিসাবে কাজ করেছেন, এরপর ইদলিবেও দীর্ঘ একটি সময় এইচটিএস কমান্ডো বাহিনীর দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু এইচটিএস এর ভুল সিদ্ধান্ত, কাফেরদের প্রতি কোমল নীতি ও মুজাহিদদের বিরুদ্ধে তাদের কঠোরতা তাকে চিন্তিত করে। ফলে তিনি এইচটিএস ত্যাগ করে নতুন দল গঠন করে স্বতন্ত্রভাবে কাজ করতে শুরু করেন। এসময় এইচটিএস শাইখের এই নতুন দল গঠন নিয়ে চিন্তিত ছিলো না। কিন্তু যখনই শাইখ আল-কায়েদার অধীনে কাজ করার ঘোষণা দিলেন এবং নতুন অপারেশন রুমে অংশগ্রহণ করলেন, এর চার দিন পরেই তারা শাইখের বাড়ি অবরুদ্ধ করে এবং তাঁকে গ্রেফতার করে।

এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে শামের জিহাদি গ্রুপগুলো এর মৌখিক প্রতিবাদ জানায় এবং গ্রেফতারির কারণ জানতে চায়। গ্রেফতারের পেছনে কোনো কারণ দেখাতে না পেরে তারা মিথ্যা ও একগুয়েমির আশ্রয় নিলো। তারা বললো, আমরা নিজেদের অভ্যন্তরীণ একটি বিষয়ে তাকে গ্রেপ্তার করেছি।

কিন্তু সেই অভ্যন্তরীণ বিষয় কী তা জানায়নি এইচটিএস। শাইখকে গ্রেফতারের দু'দিন আগে হুররাস আদ দীন অপারেশন রুমের সামরিক কমান্ডার শাইখ আবু সালেহ্ উজবেকি হাফিজাহুল্লাহ্ ও তার ৩ সাথীকে বন্দী করেছিলো

এমন পরিস্থিতিতেও আল-কায়েদার নবগঠিত অপারেশন রুম এইচটিএসের সাথে কোনোধরনের বিবাদে জড়ায়নি। বরং পার্শ্বযুদ্ধে না জড়ানোর নীতি মেনে চলে মুজাহিদিনরা ক্রুসেডার রাশিয়া-ইরান ও নুসাইরি শিয়া বাহিনীর উপর হামলা জোরদার করেন। কিন্তু এইচটিএস তার মিত্রদের বিরুদ্ধে আল-কায়েদার এই হামলা মেনে নিতে পারেনি। ফলে যেচে পড়ে তারা আল-কায়েদার ঘাঁটিতে হামলা চালাতে শুরু করে। এসব হামলায় মুজাহিদিনের বেশ কয়েকটি নিরাপত্তা চৌকি ও সামরিক চেকপোস্ট ধ্বংস হয়েছে। এছাড়াও হামলায় ২ জন সিভিলিয়ান নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরো ২।

জনসাধারণ যখন তাহরিরুশ শামের এসকল অপরাধ নিয়ে প্রতিবাদ করতে শুরু করল, তখন নতুন নাটক মঞ্চায়ন করলো তারা। আল-কায়েদা মুজাহিদগণ সাধারণ জনগণের ১০টি গাড়িসহ বেশ কিছু আসবাবপত্র চুরি করেছে এমন খবর চাউর করলো তারা। এছাড়াও তারা বললো, মুজাহিদগণ ইদলিবে এইচটিএস এর একটি কারাগারে হামলা চালিয়ে তাদের অনেক সৈন্যকে আহত করেছে এবং কারাগারের আশপাশে থাকা তাদের বেশ কয়েকটি গাড়ি ও যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে গেছে। এভাবেই মিথ্যা প্রোপাগান্ডা চালিয়ে এইচটিএসের সাধারণ সৈনিকদের মুজাহিদিনের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলা হয়।

এইচটিএসের এহেন মিথ্যাচার ও অপপ্রচার নাকচ করে দিয়ে আল-কায়েদা মুজাহিদিনরা তাদেরকে এসব বিষয়ের সমাধানে শর'য়ি আদালতে বসার আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু তারা মুজাহিদিনের এই ডাক বরাবরই উপেক্ষা করে আসছে।

উপরের পর্যালোচনা থেকে পাঠকের বুঝতে বাকি থাকার কথা নয় প্রকৃত নাটের গুরু কারা। কাদের মাধ্যমে চলমান সংকট এবং ফিতনার উৎপত্তি হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা জালিমদেরকে হিদায়াত দান করুন এবং হকপন্থী মুজাহিদদের শক্তি বৃদ্ধি করুন। তাদের বিজয় তরান্বিত করুন এবং তাদেরকে সত্যের উপর দৃঢ়পথ রাখুন। আমিন

ভিজিট:
https://alfirdaws.org
https://dawahilallah.com
https://gazwah.net